(i) 'কঠিন মাটিতে বঁধু চ'লে যায়,
মোর বুকে ব্যথা বাজে।'—শ. চ.

কঠিন মাটিতে চলারূপ কারণের কার্য্য যে ব্যথা তা বঁধুর চরণে লাগাই স্বাভাবিক ; কিন্তু লাগছে নায়িকার বুকে। প্রেমই এই সংঘটনের মূলে থেকে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। কারণ 'চলা' আর কার্য্য 'ব্যথা'-র আধার, যথাক্রমে 'মাটি' আর 'বুক'।

(ii) **"একের কপালে রহে আরের কপাল দহে**
আগুনের কপালে আগুন।"—ভারতচন্দ্র।

—শিবের ললাটবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হওয়ায় মদনপত্নী রতির সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল ; তাই রতির এই উক্তি। (একের=শিবের ; আরের=রতির)

(iii) "আর এক অপরূপ কহিতে নারি
যেথা মেঘ সেথা না হয় বারি।"—জ্ঞানদাস।

—এক স্থানে মেঘ ; অন্য স্থানে বারিবর্ষণ ; কারণ এবং কার্য্যের বিভিন্ন আশ্রয়। এর ব্যাখ্যাসূত্রেই যেন, কবি পরেই বলছেন, "হৃদয়মাঝে মেঘ উদয় করি। নয়নের পথে বরিখে বারি॥" রাধার পূর্ব্বরাগ। হৃদয়গগনে উদিত হয়েছেন শ্যামজলধর, নয়নে ঝরছে প্রেমের অশ্রু। মেঘ-বারিবর্ষণের ভিন্ন আশ্রয় ব্যাপারটা স্পষ্টই বোঝা গেল। এই মাধুর্য্যই অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

(iv) "ওদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।"—রবীন্দ্রনাথ।

২০। *বিষম*

(ক) কারণ এবং কার্য্যের যদি **বৈষম্য** বা বিরূপতা ঘটে, কিম্বা **(খ) কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্ত্তে** যদি **অবাঞ্ছিত ফল** আসে অথবা **(গ) একাধারে** যদি **একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন** হয়, তাহ'লে **বিষম** অলঙ্কার হয়।

(i) "কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম কালোরূপ কি হেরিলাম—
যমুনার একূল ওকূল দুকূল করেছে আলো।"—বাঙলা গান।

—কৃষ্ণের দেহবর্ণের গুণ কালিমা থেকে উজ্জ্বলতাগুণের আলোর উৎপত্তি। এখানে **কারণ এবং কার্য্যের গুণ-বৈষম্য হয়েছে।**

(ii) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়াসাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥...
পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।" —চণ্ডীদাস।

—এটি **ইচ্ছানুরূপ ফলের স্থলে অবাঞ্ছিত এবং দুঃখময় ফলাগমের লক্ষণযুক্ত বিষম** অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ। (অনেকের মতে পদটি জ্ঞানদাসের।)

(iii) "হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;—
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায় ?" —মধুসূদন।

—এ ফণী=রক্ষঃসুন্দরীর, বেণী। ফণী কারণ, (দ্রষ্টার পক্ষে) ভয়জনিত পলায়ন স্বাভাবিক কার্য্য। ফণীকে গলায় জড়ানো অস্বাভাবিক ; কাজেই **কার্য্যকারণে বৈষম্য**।

(iv) "তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চ'রে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—ক্ষেতের বেড়াভাঙা কারণের স্বাভাবিক ফল ভেড়াকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তা না ক'রে আদর ক'রে কোলে তুলে নেওয়া। **কারণে কার্য্যে** বৈষম্য গুরুতর ; কিন্তু ভেড়াটি যার, "আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা"।

(v) 'সাগরমেখলা পৃথ্বী, মহান্ সম্রাট্ তুমি তার ;
ভ্রমিছ শ্মশানে আজি চণ্ডালের বহি কার্য্যভার !'—শ. চ.

—এখানে **একই আধার হরিশ্চন্দ্রে একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন** হওয়ায় বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

"যে-কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও
সেই **কালোতে সিনান করি উজল** তাহার গাও !"—জসীম উদ্দীন।

—কারণকার্য্যে বৈষম্য।

(গ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার

২১। কারণমালা

কোনো কারণের কার্য্য যদি পরবর্ত্তী কোনো কার্য্যের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে হয় **কারণমালা**।

(i) "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ॥"—হিতোপদেশ।

—লোভকারণের কার্য্য পাপ এবং এই পাপ আবার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

[একজাতীয় Climaxএর সঙ্গে কারণমালার মিল আছে : "Luxury gives birth to avarice, avarice begets boldness ; and boldness is the parent of depravity and crime."]

২২। একাবলী

উত্তরোত্তর প্রযুক্ত বিশেষ্য যদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পদের বিশেষণ হ'য়ে দাঁড়ায়, **অথবা** পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রযুক্ত বিশেষ্য যদি উত্তরোত্তর পদের বিশেষণ হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে হয় **একাবলী** অলঙ্কার।

'**বিশেষণ** হওয়া' মানে **বিশেষণভাবাপন্ন** হওয়া।

এই বিশেষণভাব **স্থাপন** এবং **নিবর্ত্তন** দুই পন্থায় হ'তে পারে (স্থাপন=affirmation ; নিবর্ত্তন=Negation)। একাবলীর অর্থ কণ্ঠহার।

(i) 'সরসী **বিকচপদ্ম**, পদ্ম সে **মধুপ-অলঙ্কার**,
মধুপ **গুঞ্জনরত**, গুঞ্জন অমৃতপারাবার।'—শ. চ.

এখানে **পরবর্ত্তী** পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন এই **বিশেষ্যগুলি** পূর্ব্ববর্ত্তী সরসী, পদ্ম এবং মধুপের যথাক্রমে বিশেষণ হয়েছে। বিশেষণপদগুলি, সহজে চেনা যাবে ব'লে, স্থূল অক্ষরে দিয়েছি। বিকচ (বিকসিত) পদ্ম যাতে এমন সরসী, মধুপ অলঙ্কার যার এমন পদ্ম এবং গুঞ্জনে রত এমন মধুপ। প্রথম দুটি বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা বিশেষণ করা হয়েছে। সহজ ভাষায়, স্থূলাক্ষর পদগুলির পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন সমাসে বিশেষণভাবাপন্ন হয়েছে ; কিন্তু সমাসের বাইরে স্বাধীনভাবে যে পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন রয়েছে, এগুলি বিশেষ্য। এ উদাহরণটি স্থাপনপন্থার।

[পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য পরবর্ত্তী পদার্থের বিশেষণরূপে দেখানো হ'লেও একাবলী হয়।]

(ii) **"গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি**
সুন্দর ধরাতল।" —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে **পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য** ফুল পরবর্ত্তী অলির বিশেষণ হয়েছে। বিশেষণ ঠিক Adjective নয়; ফুল অলির বিশেষণ হয়েছে বলার তাৎপর্য্য এই যে ফুল-সংযোগে অলি বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এমনি একটি উদাহরণ গীতরামায়ণ থেকে উদ্ধৃত করছি :

(iii) **"শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম।**
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥"

—এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য রাবণ পরবর্ত্তী রামের বিশেষণভাবাপন্ন হয়েছে—কেমন রাম? রাবণকে যিনি দমন করেন, এমন। বিশ্বনাথ বলেছেন "ক্বচিৎ বিশেষ্যম্ অপি যথোত্তরং বিশেষণতয়া স্থাপিতম্..." এবং উদাহরণ দিয়েছেন, "বাপ্যো ভবন্তি বিমলাঃ, স্ফুটন্তি কমলানি বাপীষু। কমলেষু পতন্ত্যলয়ঃ, করোতি সঙ্গীতমলিষু পদম্॥" অর্থাৎ

(iv) 'বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।
কমলে ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গে গীতিকা উঠে॥'

—বাপী (দীঘি) কমলের, কমল ভৃঙ্গের, ভৃঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষণ। দেখা যাচ্ছে বিশেষণ বলতে আমরা যা বুঝি, এ বিশেষণ তা নয়।

(v) 'জল সে নহে পদ্ম নাহি যাহে,
পদ্ম নহে নাহি যেথায় অলি,
অলি সে নয় গান যে নাহি গাহে,
গান সে নহে হৃদয়মন না যায় যাহে গলি।'—শ. চ.

—এটি **নিবর্ত্তন বা অপোহন (Negation)-পন্থার** উদাহরণ। এখানে পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদ্ম, অলি এবং গান যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী জল, পদ্ম এবং অলির বিশেষণরূপে নিবৃত্ত হয়েছে 'নহে' অর্থযুক্ত নিষেধার্থক শব্দের প্রয়োগে।

(vi) "আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা দৃশ্য জগন্নাথ।" —যতীন্দ্রমোহন।

(vii) "ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।" —কৃত্তিবাস।

(viii) "মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।" —বুদ্ধদেব।